ষষ্ঠ অধ্যায়
বৈদেশিক খাত

বাণিজ্য নীতি

বাজার অর্থনীতির গতিধারা, উরুগুয়ে রাউন্ড ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সাথে চুক্তির প্রেক্ষাপটে নব্বইয়ের দশকের শুরু থেকে বাংলাদেশে ব্যাপক বাণিজ্য উদারীকরণের নীতি অনুসৃত হয়ে আসছে। এসময়ে এক্ষেত্রে অনেক সংস্কার নীতি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ট্যারিফ এবং নন-ট্যারিফ প্রতিবন্ধকতা এই উভয় ক্ষেত্রে সংস্কার করা হয়েছে। বাণিজ্য নীতি উদারীকরণের ক্ষেত্রে সরকার জনস্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও ধর্মীয় বিধি-বিধানের আলোকে যথাসম্ভব সীমিত সংরক্ষণ নীতি অনুসরণ করছে। পাশাপাশি শুল্ক কাঠামো হ্রাসসহ আমদানি-রপ্তানি নীতির অধিকতর উদারমুখী সংস্কার এবং সময়োপযোগীকরণের নীতি ও কর্মসূচি গ্রহণ করে আসছে। আশির দশকের প্রথমার্ধে একবছর এবং আশির দশকের শেষার্ধে ও নব্বই'র দশকের প্রথমার্ধে দু'বছর মেয়াদি আমদানি ও রপ্তানি নীতি প্রণয়ন করা হত। পরবর্তীকালে ৫ বছর মেয়াদি বাণিজ্য নীতি (১৯৯৭-২০০২) প্রণয়ন করা হয়। উক্ত বাণিজ্য নীতি সমাপ্তির পর সরকার ৩ বৎসর মেয়াদি বাণিজ্য নীতি (২০০৩-২০০৬) ঘোষণা করেছে। বাণিজ্য নীতিতে একদিকে উরুগুয়ে রাউন্ড চুক্তি, বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার সাথে সম্পাদিত চুক্তি এবং বাজার অর্থনীতির আদর্শ ও উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি বিধান করা হয়েছে, অন্যদিকে দেশের আমদানি-রপ্তানির মধ্যে অনুকূল ভারসাম্যের ধারাবাহিকতা রক্ষার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, বাণিজ্য উদারীকরণ এবং রপ্তানি নির্ভর উন্নয়ন কৌশলের মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করাই বর্তমান বৈদেশিক বাণিজ্য নীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।

আমদানি নীতি ও গৃহীত কার্যক্রম

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার প্রণীত নীতিমালা অনুযায়ী বিশ্ব বাণিজ্যে সূচিত ব্যাপক পরিবর্তন ও পণ্যের অবাধ চলাচলের কারণে বিশ্বব্যাপী যে বাণিজ্য প্রতিযোগিতা চলছে তা মোকাবেলায় আমদানি নীতি ২০০৩-০৬ সময়োপযোগী করা হয়েছে। আমদানি নীতির সাথে শিল্প নীতির সমন্বয় ঘটানো হয়েছে। এর ফলে শিল্পায়ন ও বাণিজ্যিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের পূর্ব অনুমোদন গ্রহণের প্রশাসনিক জটিলতা হ্রাস পেয়েছে। আমদানি নীতিতে আমদানি দ্রব্যের গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি শক্তিশালী করা হয়েছে। পণ্যের আমদানির ওপর ক্রমান্বয়ে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে শিল্পের উপাদান অধিকতর সহজলভ্য করা এবং শিল্প ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে উদারভিত্তিক আমদানির সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে রপ্তানি বাণিজ্য প্রসার ও অগ্রগতি সাধনে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। আমদানি নীতির গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপঃ

- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)-এর আওতায় বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতির ক্রম বিকাশের ধারায় যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে তার আলোকে আমদানি নীতিকে আরো শক্তিশালীকরণ;
- আধুনিক প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসারকল্পে অবাধ প্রযুক্তি আমদানির সুবিধা;
- রপ্তানি সহায়ক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহজভিত্তিক আমদানির সুবিধা প্রদান করে দেশীয় রপ্তানিকে মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড় করানো। এ লক্ষ্যে শিল্প নীতি, রপ্তানি নীতি ও অন্যান্য উন্নয়ন কর্মসূচির সাথে আমদানি নীতির সমন্বয় সাধন করা; এবং
- পণ্যের আমদানির ওপর ক্রমান্বয়ে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে শিল্পের কাঁচামাল অধিকতর সহজলভ্য করা এবং প্রতিযোগিতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

বর্তমান আমদানি নীতি বাস্তবায়িত হলে দেশের শিল্পায়নের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে এবং জাতীয় অর্থনীতির অগ্রগতি সাধিত হবে বলে আশা করা যায়। আমদানি নীতি আদেশ প্রণয়নের মাধ্যমে আমদানি নীতিতে বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা, ভোক্তার নিকট ন্যায্যমূল্যে যথাযথ মানসম্পন্ন পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করা, মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি ইত্যাদি কারণে এ সকল পরিবর্তন আনা হয়েছে। এ সকল পরিবর্তনের মধ্যে উল্লেখ্যযাগ্য কয়েকটি হচ্ছেঃ

- নতুন শিল্প স্থাপনের উদ্দেশ্যে ক্যাপিটাল মেশিনারি এবং প্রাথমিক যন্ত্রাংশ আমদানির জন্য আমদানি নিবন্ধন সনদপত্র (আইআরসি) ছাড়া ঋণপত্র প্রতিষ্ঠা করার বিধান করা হয়েছে;
- শিল্পের কাঁচামাল স্বল্প মূল্যে সহজলভ্য করা এবং ভোক্তা সাধারণের নিকট অপেক্ষাকৃত কমমূল্যে উৎপাদিত পণ্য সহজলভ্য করার জন্য এ্যালুমিনিয়াম স্ক্র্যাপ, আয়রন ও ষ্টীল স্ক্র্যাপ, পেপার ওয়েট এবং ব্রেক এ্যাক্রেলিক কাঁচামাল হিসেবে আমদানিযোগ্য করা হয়েছে;
- লিকুইডিফাইড প্রপেন ও বিউটেনস, লুব্রিকেটিং অয়েল, গ্রীজ এবং ট্রান্সফরমার অয়েল বেসরকারি খাতে আমদানির সুবিধা প্রদান করা হয়েছে; এবং
- মূল্য/পরিমাণ নির্বিশেষে বিভিন্ন প্রকার ফেব্রিক্স বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আমদানিযোগ্য করা হয়েছে।

আমদানি নীতিতে প্রবাসী বাংলাদেশী যে কোন পরিমাণে এবং বিদেশি বিনিয়োগকারী তার ইক্যুইটি শেয়ারের অংশ হিসাবে কস্ট, ইনস্যুরেন্স এণ্ড ফ্রেইট (সিআইএফ) ভিত্তিতে ক্যাপিটাল মেশিনারি ও কাঁচামাল আমদানি করতে পারে। শিল্পের কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে কান্ট্রি অব অরিজিনের বাধ্যবাধকতা প্রত্যাহার করা হয়েছে। রপ্তানি শিল্পের আরও প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে শতভাগ রপ্তানিমুখি শিল্পের কাঁচামাল আমদানি সহজতর করা হয়েছে।

ট্যারিফ ব্যবস্থা (Tariff Regime) সহজীকরণ

কার্যকর (operative) ট্যারিফ হারের সাথে বিধিবদ্ধ (statutory) ট্যারিফ হার সমান করে এবং ট্যারিফ বাধা ও ট্যারিফ ধাপের সংখ্যা হ্রাস করে ট্যারিফ ব্যবস্থাকে সহজীকরণ করা হয়েছে। ট্যারিফ ধাপের সংখ্যা ১৯৯২-৯৩ অর্থবছরে ছিল ১৫। উক্ত ট্যারিফ ধাপের সংখ্যা বর্তমানে ৪ (০%, ৭.৫%, ১৫%, ২৫%) এ হ্রাস করা হয়েছে। ১৯৯২-৯৩ অর্থবছরে সর্বোচ্চ শুল্ক হার ৩০০ শতাংশ ছিল যা ২০০৪-০৫ অর্থবছরে ২৫ শতাংশে হ্রাস করা হয়েছে। ট্যারিফ কাঠামো সরলীকরণ করার জন্য ২০০১-০২ অর্থবছর থেকে কার্যকর এবং বিধিবদ্ধ ট্যারিফ হার সমান করা হয়েছে।

ট্যারিফ হ্রাস

১৯৯২-৯৩ অর্থবছরে অভারিত (Unweighted) শুল্কের গড় ছিল ৪৭.৪ শতাংশ যা ২০০৪-০৫ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত ১৩.৫২ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। ১৯৯২-৯৩ অর্থবছরে গড় ভারিত (Weighted) শুল্ক হার ছিল ২৩.০৬ শতাংশ যা ২০০৪-০৫ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাসে হ্রাস পেয়ে ৯.১০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। আমদানি শুল্কের অভারিত ও ভারিত গড় হার সারণি ৬.১ ও ৬.২-এদেখানো হয়েছ।

সারণি ৬.১ঃ গড় আমদানি শুল্ক হারের ওপর শুল্ক সংস্কারের প্রভাব

অর্থবছর	অভারিত গড় (%)	আমদানি ভারিত গড় (%)
১৯৯২-৯৩	৪৭.৪	২৩.৬
১৯৯৩-৯৪	৩৬.০	২৪.১
১৯৯৪-৯৫	২৫.৯	২০.৮
১৯৯৫-৯৬	২২.৩	১৭.০
১৯৯৬-৯৭	২১.৫	১৮.০
১৯৯৭-৯৮	২০.৭	১৬.০
১৯৯৮-৯৯	২০.৩	১৪.১
১৯৯৯-০০	১৯.৫	১৩.৮
২০০০-০১	১৮.৬	১৫.১
২০০১-০২	১৭.১৩	৯.৭৩
২০০২-০৩	১৬.৫১	১২.৪৫
২০০৩-০৪	১৫.৬২	১১.৪৮
২০০৪-০৫ (জুলাই-ফেব্রুয়ারি)	১৩.৫২	৯.১০

উৎসঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

সারণি ৬.২ঃ পণ্যের ধরণের ভিত্তিতে গড় আমদানি শুল্কের ওপর শুল্ক সংস্কারের প্রভাব

অর্থবছর/ আমদানীর ধরণ	১৯৯৯-০০		২০০০-০১		২০০১-০২		২০০২-০৩		২০০৩-০৪		২০০৪-০৫ (জুলাই-ফেব্রুয়ারি)	
	অভারিত গড়	ভারিত গড়	অভারিত গড়	ভারিত গড়	অভারিত গড়	ভারিত গড়	অভারিত গড়	ভারিত গড়	অভারিত গড়	ভারিত গড়	অভারিত গড়	ভারিত গড়
প্রাথমিক পণ্য	১৫.৬	১৩.৬	১৫.৭	১৪.৯	২০.১০	৯.৪৩	২০.৯৮	১১.৯২	১৯.৯০	১১.২৮	১৭.৬৩	৮.১৩
মধ্যবর্তী পণ্য	১৭.১	১৫.১	১৭.৭	১৫.০	১৫.৬১	১৬.১৮	১৪.৮৯	১৫.৮৬	১৪.৪৪	১৫.১২	১২.৪৮	১২.৬৮
মূলধনী পণ্য	১৬.১	৯.৯	১১.৩	১০.৪	৬.৯৭	৩.২৬	৮.০৩	৭.৯৭	৭.৮৫	৬.৪২	৭.২৭	৪.৬৮
চূড়ান্ত ভোগ্যপণ্য	৩১.০	১৬.৫	২৯.৬	২০.৩	২৬.০০	১৩.৯৬	২২.৯৪	১১.৭২	২১.২৭	১০.৬৮	১৮.১৬	১৪.৭৪

উৎসঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

বাণিজ্য উন্মুক্ততা (Trade Openness)

১৯৯৩-৯৪ অর্থবছরের সাথে ২০০৩-০৪ অর্থবছরের তুলনা করলে দেখা যায় যে, এ সময় পরিসরে বাণিজ্য উন্মুক্ততা সাধারণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। নীচের সারণি ৬.৩-এ তা দেখানো হল।

সারণি ৬.৩ঃ বিভিন্ন বছরের বাণিজ্য উন্মুক্ততা

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি	বৈদেশিক বাণিজ্য			বাণিজ্য উন্মুক্ততা (%)
		রপ্তানি	আমদানি	মোট	
১৯৯২-৯৩	৩২০৩২	২৩৮৩	৪০৭১	৬৪৫৪	২০.১৫
১৯৯৩-৯৪	৩৩৮৫২	২৫৩৪	৪১৯১	৬৭২৫	১৯.৮৭
১৯৯৪-৯৫	৩৭৯৩৯	৩৪৭৩	৫৮৩৪	৯৩০৭	২৪.৫৩
১৯৯৫-৯৬	৪০৭২৯	৩৮৮৪	৬৯৪৭	১০৮৩১	২৬.৫৯
১৯৯৬-৯৭	৪২৩১৮	৪৪২৭	৭১৫২	১১৫৭৯	২৭.৩৬
১৯৯৭-৯৮	৪৪০৩৭	৫১৭২	৭৫২০	১২৬৯২	২৮.৮২
১৯৯৮-৯৯	৪৫৭০৯	৫৩২৪	৮০০৬	১৩৩৩০	২৯.১৬
১৯৯৯-০০	৪৭১২৪	৫৭৫২	৮৩৭৪	১৪১২৬	২৯.৯৮
২০০০-০১	৪৬৯৮৯	৬৪৬৭	৯৩৩৫	১৫৮০২	৩৩.৬৩
২০০১-০২	৪৭৫৬৭	৫৯৮৬	৮৫৪০	১৪৫২৬	৩০.৫৪
২০০২-০৩	৫১৯১৪	৬৫৪৮	৯৬৫৮	১৬২০৬	৩১.২২
২০০৩-০৪	৬২৫১৭	৭৬০৩	১০৯০৩	১৮৫০৬	২৯.৬০

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

রপ্তানি নীতি ও গৃহীত কার্যক্রম

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সঙ্গে চুক্তি ও বিশ্বায়ন একদিকে রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রভূত সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে, অন্যদিকে বাংলাদেশের মত অনুন্নত প্রযুক্তি ও স্বল্প পুঁজি নির্ভর দেশকে বিরাট চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক কাঠামোর হারের ক্রমহ্রাসের ফলে আমদানি বিকল্প দেশীয় শিল্পকে ক্রমশঃ অধিকতর প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। অন্যদিকে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সংগে প্রতিযোগিতা করে রপ্তানি শিল্পকে টিকে থেকে এর প্রসার ঘটাতে হচ্ছে। এ সব প্রতিকূল পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রেখে রপ্তানি নীতি ২০০৩-২০০৬ প্রণয়ন করা হয়েছে। রপ্তানি নীতিতে ২০০৩-০৪, ২০০৪-০৫ এবং ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে রপ্তানি আয়ের লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে যথাক্রমে ৭,৬২৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ৮,৫৬৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ৯,৫৯৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ নীতিমালায় বর্ণিত পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়িত হলে ভবিষ্যতে সম্ভাব্য সকল প্রতিকূলতা কাটিয়ে উল্লেখ্যযোগ্য হারে রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

বক্স ৬.১ রপ্তানি নীতির লক্ষ্য ও কলা-কৌশল

রপ্তানি নীতির লক্ষ্য

- রপ্তানি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান যেমন, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)-এর পুনর্গঠনের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি, রপ্তানির সাথে সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ যেমন, শুল্ক অধিদপ্তর, সমুদ্র ও স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ, মৎস্য অধিদপ্তর, বিএসটিআই, চা-বোর্ডসহ ট্রেড বডিসমূহের সামর্থ্য বৃদ্ধি (Capacity building) করা;
- পণ্যের বহুমুখীকরণ;
- পণ্যের মান উন্নয়ন, উচ্চমূল্যের পণ্য উৎপাদন ও ডিজাইনের উৎকর্ষ সাধন;
- রপ্তানিপণ্যের বাজার সম্প্রসারণের জন্য নতুন কৌশল অবলম্বন, কম্পিউটার প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার, ই-কমার্সসহ সকল আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার;
- রপ্তানিযোগ্য সর্বাধিক পরিমাণ পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো এবং ক্ষেত্রবিশেষে ব্যাকওয়ার্ড ও ফরওয়ার্ড লিংকেজ গড়ে তোলা;
- নতুন রপ্তানিকারক সৃষ্টি ও বর্তমান রপ্তানিকারককে সর্বতোভাবে কার্যকর সহায়তা প্রদান ও বাণিজ্য বান্ধব (Business-friendly) মনোভাব প্রতিষ্ঠা করা;
- বাণিজ্যে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা;
- বিশ্ব বাণিজ্যের রীতিনীতি সম্পর্কে ট্রেড বডি, ব্যবসায়ী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে সম্যক জ্ঞানসম্পন্ন করে গড়ে তোলা।

রপ্তানি নীতির কলা-কৌশল

- প্রয়োজনীয় সংখ্যক পণ্য উন্নয়ন কাউন্সিল গঠনের মাধ্যমে রপ্তানি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান;
- বিদেশে পণ্যের চাহিদা সংক্রান্ত মার্কেট ইনটেলিজেনস, উচ্চতর মূল্যপ্রাপ্তি প্রভৃতি ক্ষেত্রে উৎপাদনকারী ও রপ্তানিকারককে সহায়তা প্রদান;
- ট্রেডিং হাউস ও রপ্তানি হাউসসহ বিবিধ প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে রপ্তানি উন্নয়নে উৎসাহ প্রদান;
- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পণ্যের মান নিশ্চিত করার জন্য সীল অব কোয়ালিটি অরগানাইজেশন বা সমজাতীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা প্রদান।
- স্বল্প সময়ে বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন সেন্টার' বা সমজাতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনে সহায়তা করা;
- পণ্যের ডিজাইন ও উৎপাদনে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করতে উৎপাদনকারীকে সহযোগিতা প্রদান;
- রপ্তানি বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জনকারী দেশসমূহের কর্মপদ্ধতির সঙ্গে রপ্তানিকারকদের পরিচিতি বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান; এবং
- পণ্য পরিচিতি ও পণ্য বাজারজাতকরণের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশী পণ্যের একক মেলা অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মেলায় যোগদানের ক্ষেত্রে রপ্তানিকারককে সহায়তা প্রদান।

রপ্তানি উন্নয়নে প্রকল্প

রপ্তানি সম্প্রসারণ নীতি-কৌশলের সাথে পরিপূরক রপ্তানি বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে পণ্যের গুণগত মান উন্নয়ন, বাজার অন্বেষণ ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা মাফিক পণ্য উন্নয়ন ও নতুন নতুন পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কারিগরি সহায়তা প্রদানে সচেষ্ট রয়েছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় চলতি ২০০৪-২০০৫ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় মোট ৪টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পসমূহ হচ্ছেঃ

- ডেভেলপিং বিজনেস সার্ভিসেস মার্কেটস প্রোগ্রাম ইন বাংলাদেশ;
- বিজনেস ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস ফর প্রাইভেট সেক্টর প্রমোশন;
- প্রিপারেটরি এ্যাসিসট্যান্স ফর ট্রেড এন্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট এমপ্লয়মেন্ট ইমপ্লিকেশান অব পোস্ট এমএফএ ফেইজ আউট এন্ড সাসটেইনেবল পলিসি অপসন্স;এবং
- স্মল প্রজেক্ট ফ্যাসিলিটিজ।

এ সমস্ত প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশে এসএমই এন্টারপ্রাইজসমূহকে প্রদত্ত বিজনেস সাপোর্ট সার্ভিসের মান উন্নয়ন করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি করা, এ সব প্রতিষ্ঠানকে প্রতিযোগী করে গড়ে তোলাসহ ব্যবসার উন্নয়নে দক্ষতা অর্জনে সক্ষম করা এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রমের শক্তি ও যোগ্যতা অর্জনের কৌশল বের করার পদ্ধতি উদ্ভাবনে সহায়তা করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। এছাড়াও এমএফএ (Multi Fiber Arrangement) পরবর্তী মাল্টিলেটারাল বাণিজ্য ব্যবস্থায় বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পে চাকুরি ও জীবনযাত্রার ওপর কি প্রভাব পড়বে তা চিহ্নিত করা এবং এরই প্রেক্ষিতে মানব সম্পদ উন্নয়নকে প্রধান্য দিয়ে বাণিজ্য কৌশল প্রণয়নে সাহায্য করার জন্যও ইউএনডিপি'র সহায়তায় প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

তৈরী পোশাক শিল্প সম্পর্কিত কার্যক্রম

৩১ ডিসেম্বর ২০০৪ তারিখে কোটা ব্যবস্থা প্রত্যাহার পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের পোশাক শিল্প কি পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় সে ব্যাপারে বিভিন্নভাবে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়েছিল। অনেকেই ধারণা করেছিলেন যে, কোটামুক্ত সময়ে এ খাতে মারাত্মক বিপর্যয় ঘটবে এবং রপ্তানি আয় বহুলাংশে কমে যাবে। তবে আবার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এ খাতে রপ্তানি বৃদ্ধির সম্ভাবনার ইঙ্গিতও অনেকে দিয়েছিলেন। একটা বিষয়ে কমবেশী সকলেই একমত ছিলেন যে, বাংলাদেশের তৈরী পোশাক শিল্প এক তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হবে। ২০০৩ সনে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত 'ঘেরজী রিপোর্ট'-এ কোটা-মুক্ত সময়ে বাংলাদেশের রপ্তানি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পাওয়ার আশংকা করা হয়েছিল। আইএমএফ এবং ডব্লিউটিও পরিচালিত বিভিন্ন রিপোর্টেও উক্ত আশংকার পক্ষে সমর্থন ছিল। তবে আশার কথা হলো, তৈরী পোশাকের কোটা ব্যবস্থা প্রত্যাহার হওয়ার পর যে বিপর্যয়ের আশংকা করা হয়েছিল, নতুন ব্যবস্থা শুরুর ৪ মাস অতিক্রান্ত হলেও সেরূপ বিপর্যয়ের কোন প্রকার পূর্বাভাস এখনও লক্ষণীয় নয়। বরং রপ্তানি ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। তবে দীর্ঘমেয়াদে পরিস্থিতি কিরূপ দাঁড়ায় সে বিষয়ে সংশয় থাকা সত্ত্বেও সময়োপযোগী যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ তার তৈরী পোশাক শিল্পের বাজার ধরে রাখতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়। ইতোমধ্যে এ শিল্পের উন্নয়নে যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

- মাল্টি-ফাইবার এ্যারেঞ্জমেন্ট (এমএফএ) তথা কোটা প্রথা বিলুপ্তির পর বাংলাদেশের তৈরী পোশাক রপ্তানিতে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার লক্ষ্যে এ শিল্পের জন্য উপযুক্ত কৌশল প্রণয়নে সুইজারল্যান্ডের বিখ্যাত সমীক্ষা প্রতিষ্ঠান 'ঘেরজী টেক্সটিল অর্গানাইজেশন'-এর মাধ্যমে একটি সমীক্ষা পরিচালনা এবং সমীক্ষার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- তৈরী পোশাক শিল্প বিষয়ক ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেশন কাউন্সিল গঠন এবং কাউন্সিলের সুপারিশের আলোকে গার্মেন্টস সেক্টরের জন্য সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তা দেওয়ার নীতি গ্রহণ;

- স্টকলটের কারণে রপ্তানিমুখী যে সব তৈরী পোশাক শিল্প ব্যাংকের খেলাপি ঋণগ্রহীতায় পরিণত হয়েছে তাঁদের অনুকূলে পরবর্তী পর্যায়ে ষ্টকলটকৃত পণ্য রপ্তানি/বিক্রয় পূর্বক প্রাপ্য অর্থ সংশ্লিষ্ট ঋণ হিসোবে জমা করার শর্তে কোন প্রকার ডাউনপেমেন্ট ছাড়াই ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের অনুমোদন প্রদান;
- পণ্য খালাস প্রক্রিয়া সহজীকরণ;
- রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পের জন্য ইউটিলিটি বিলে কনসেশন দেয়া;
- রপ্তানিমুখী গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির জন্য ইন্সুরেন্স প্রিমিয়ামের নির্ধারিত হার কমানো এবং
- কোটামুক্ত সময়ের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার ও রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে পোষ্ট-এমএফএ এ্যাকশন প্রোগ্রাম প্রণয়ন।

অন্য একটি বিশেষ অগ্রগতি এই যে, যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে বিবেচনাধীন "TRADE" (Tariff Relief Assistance for Developing Economies Act of 2005) নামক বিলটি পাশ হলে সেদেশে বাংলাদেশের তৈরী পোশাকসহ বিভিন্ন পণ্য শুল্কমুক্তভাবে রপ্তানির সুযোগ সৃষ্টি হবে।

দক্ষিণ এশিয়া অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (সাপটা-SAPTA)

আঞ্চলিক বাণিজ্য ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়া অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (SAPTA) ৭ ডিসেম্বর, ১৯৯৫ তারিখে কার্যকর হয়। উক্ত চুক্তির আওতায় স্বাক্ষরকারী দেশগুলোর পূর্ব নির্ধারিত রুলস্ অব অরিজিন শিথিল করা হয়েছে। এ যাবৎ SAPTA-এর আওতায় চার দফা দেনদরবার সংক্রান্ত (Negotiation) বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকসমূহে বিভিন্ন পণ্যের কাভারেজ এবং শুল্ক হ্রাসের বিষয়টি বিবেচিত হয়। ইতোমধ্যে ৬ ডিজিট হার্‌মোনাইজড সিষ্টেম (এইচ.এস.) কোডভিত্তিক ৩,৮১৩টি পণ্যখাতে ৭.৫% থেকে ১০০% হারে শুল্ক রেয়াত আদান-প্রদানও করা হয়েছে। এছাড়া স্বল্পোন্নত দেশসমূহের রপ্তানি পণ্যের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৪০% স্থানীয় মূল্য সংযোজনের পরিবর্তে ৩০% মূল্য সংযোজনের হার পুনঃনির্ধারিত হয়েছে। সার্ক অঞ্চলের দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ‘‘এগ্রিমেন্ট অন দি প্রমোশন এন্ড প্রটেকশন অব ইনভেষ্টমেন্ট’’ স্বাক্ষরের লক্ষ্যে নেগোশিয়েশন চলছে।

দক্ষিণ এশিয়া মুক্ত বাণিজ্য এলাকা (সাফটা-SAFTA)

গত ৪-৬ জানুয়ারি ২০০৪ সালে ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত দ্বাদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে পারস্পারিক বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে SAFTA চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পদ্ধতিগত বিষয়াদি সম্পন্ন করা এবং সদস্য দেশসমূহের অনুমোদনের (ratification) পর চুক্তিটি ১ জানুয়ারি ২০০৬ সাল থেকে সার্ক সচিবালয়ের নোটিফিকেশনের মাধ্যমে কার্যকর হবে। সাফটা চুক্তির আওতায় কেবল পণ্য বাণিজ্য অন্তর্ভুক্ত হবে। চুক্তিটি বাস্তবায়িত হবে কতগুলো ইন্সট্রুমেন্টের মাধ্যমে। এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বাণিজ্য উদারীকরণ কর্মসূচি, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাদি, পরামর্শ এবং বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া, সুরক্ষামূলক ব্যবস্থাদি (safeguard measures) এবং সদস্যদেশসমূহের সম্মতিক্রমে গৃহীত অন্যান্য ব্যবস্থাদি।

সাফটা চুক্তির আওতায় স্বল্পোন্নত দেশগুলো নিম্নলিখিত বিশেষ সুবিধা ভোগ করতে পারবেঃ

- সাফটা চুক্তি বাস্তবায়নের ৩ বছরের মধ্যে জোটের উন্নয়নশীল সদস্য দেশসমূহ স্বল্পোন্নত সদস্য দেশসমূহের পণ্যের ক্ষেত্রে শুল্ক হার ০-৫% এ হ্রাস করবে। অপরদিকে, স্বল্পোন্নত দেশগুলো তাদের শুল্ক হার ১০ বছরে ০-৫% এ হ্রাস করবে;
- স্বল্পোন্নত দেশগুলো অপেক্ষাকৃত বড় আকারের ’সেনসিটিভ লিস্ট’ প্রণয়ন করে অভ্যন্তরীণ বাজার ও শিল্প সংরক্ষণ করা এবং কাস্টম শুল্ক বাবদ রাজস্ব আদায়ের ওপর সম্ভাব্য বিরূপ প্রতিক্রিয়া এড়ানোর সুযোগ পাবে;
- স্বল্পোন্নত দেশগুলোর রপ্তানিস্বার্থ সংশ্লিষ্ট পণ্যাদি উন্নয়নশীল সদস্য দেশগুলোর সেনসিটিভ লিষ্টভুক্ত না করার জন্য স্বল্পোন্নত দেশগুলো বিশেষ সুবিধা (derogation) চাইতে পারবে;
- সাফটা চুক্তি বাস্তবায়নের ফলে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের আমদানি শুল্ক সংগ্রহ কমে গেলে, সে ক্ষতি পূরণের জন্য স্বল্পোন্নত দেশসমূহ ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবে;

- 'এন্টি-ডাম্পিং' এবং 'কাউন্টারভেইলিং ডিউটি' আরোপের ক্ষেত্রে চুক্তিভুক্ত উন্নয়নশীল সদস্য দেশসমূহ স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে কনসালটেশনের সুবিধা দেবে; এবং
- সাফটা চুক্তির আওতায় বাণিজ্য সম্প্রসারণে সহায়তা প্রদানের জন্য উন্নয়নশীল সদস্য দেশসমূহ স্বল্পোন্নত সদস্য দেশসমূহকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করবে।

চুক্তির সিদ্ধান্ত মোতাবেক বর্তমানে সাউথ এশিয়ান ফ্রি ট্রেড (সাফটা)'র কমিটি অফ এক্সপার্টস (সিওই) নিম্মোক্ত ৪ টি অমীমাংসিত (outstanding) বিষয়ে নেগোসিয়েশন চালিয়ে যাচ্ছেঃ

- সাফটা রুলস অব অরিজিন;
- সেনসিটিভ লিস্ট;
- টেকনিক্যাল এ্যাসিসটেন্স টু দ্যা লিস্ট ডেভেলপড কন্ট্রাক্টিং স্টেটস এবং
- মেকানিজম ফর কমপেনসেশন অফ রেভেনিউ লস ফর দ্যা লিস্ট ডেভেলপড কন্ট্রাক্টিং স্টেটস।

সাফটা চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর এ পর্যন্ত 'কমিটি অফ এক্সপার্টস' এর ছয়টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগামী ১ জানুয়ারি, ২০০৬ তারিখে সাফটা চুক্তি বাস্তবায়িত হবার পূর্বে কমিটি অফ এক্সপার্টস উল্লেখিত চারটি অমীমাংসিত বিষয়ের ওপর নেগোসিয়েশন সম্পন্ন করবে। এ চারটি বিষয়ের ওপর আলোচনার ফলাফল সাফটা চুক্তির ইন্টিগ্রাল পার্ট হিসেবে বিবেচিত হবে। সাফটা চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন সদস্য দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

দি বে অব বেঙ্গল ইনিসিয়েটিভ ফর মাল্টি-সেক্টরাল টেকনিক্যাল এন্ড ইকোনমিক কোঅপারেশন (বিআইএমএসটিইসি)

১৯৯৭ সালের ৬ জুন থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকা এবং থাইল্যান্ড সমন্বয়ে বিসটেক শীর্ষক একটি আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোট গঠন করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে ব্যাংককে অনুষ্ঠিত মন্ত্রী পর্যায়ের সভায় মায়ানমারকে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করায় এর নামকরণ করা হয় বিমসটেক-ইসি (বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার, শ্রীলংকা এবং থাইল্যান্ড ইকনোমিক কো-অপারেশন)। ২০০৩ সালে নেপাল ও ভূটানকে সদস্য করা হয় এবং ৩০-৩১ জুলাই ২০০৪ এ ব্যাংককে অনুষ্ঠিত প্রথম শীর্ষ সম্মেলনে এ জোটকে বিআইএমএসটিইসি (দি বে অব বেঙ্গল ইনিসিয়েটিভ ফর মাল্টি-সেক্টরাল টিকনিক্যাল এন্ড ইকোনমিক কোঅপারেশন) নাম দেয়া হয়।

প্রথম পর্যায়ে বিআইএমএসটিইসি ছয়টি সেক্টরে সহযোগিতা শুরু করে। সেক্টরগুলি হচ্ছে-ট্রেড এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট, প্রযুক্তি, পরিবহন ও যোগাযোগ, এনার্জি, টুরিজম এবং ফিশারিজ। পরবর্তীতে এ সেক্টরগুলোকে সাবসেক্টরে বিভক্ত করা হয় ও এক একটি সদস্যদেশকে সভপতি করে নিয়মিত কার্যাবলী সমন্বয়ের বিষয়ে দায়িত্ব দেয়া হয়। ৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ এ ব্যাংককে বিদ্যমান সেক্টর ও সাব-সেক্টরগুলোকে পর্যালোচনার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন হয়। উক্ত সম্মেলনে সদস্য দেশের সরকারি ও বেসরকারি খাতের প্রতিনিধি নিয়ে একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়। টাস্ক ফোর্স চারটি সভায় মিলিত হয়ে বিভিন্ন সেক্টর ও সাব-সেক্টর গুলোকে বিআইএমএসটিইসি দেশসমূহে বিদ্যমান ট্রেড প্যাটার্ন ও গ্লোবাল ট্রেড প্যাটানের ভিত্তিতে রি-গ্রুপিং করে। টাস্ক ফোর্সের প্রতিবেদন আসন্ন বিআইএমএসটিইসি সিনিয়র ট্রেড/ইকোনমিক অফিসিয়ালদের সভায় উপস্থাপন করা হবে।

৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ এ বিআইএমএসটিইসি ফ্রেমওর্য়াক এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে ২৫ জুন ২০০৪ এ এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষর করে। এ ফ্রেমওর্য়াক এর সদস্যসমূহকে (১) এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড ইন গুডস, (২) এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড ইন সার্ভিসেস এবং (৩) এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড ইন ইনভেষ্টমেন্ট-এই তিনটি চুক্তি আলোচনাপূর্বক সমাপ্ত করতে হবে।

ফেব্রুয়ারি ২০০৪ এ ব্যাংককে অনুষ্ঠিত বিআইএমএসটিইসি ট্রেড/ইকোনমিক মিনিস্টার সভায় ট্রেড ইন গুডস, সার্ভিসেস এবং ইনভেস্টমেন্ট নেগোসেয়েশানের জন্য ট্রেড নেগোসিয়েশান কমিটি (টিএনসি) গঠন করা হবে। টিএনসি ইতোমধ্যে গুডস বিষয়ে আলোচনা শুরু করেছে যা ডিসেম্বর ২০০৫-এর সমাপ্ত হবে। ১ জুলাই ২০০৬ থেকে এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড ইন গুডস কার্যকর হবে। অন্যদিকে সেবা বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ সম্পর্কে আলোচনা সমাপ্ত হবে ২০০৭-এ।

ব্যাংকক এগ্রিমেন্ট

১৯৭৫ সালে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের সাতটি দেশ বাংলাদেশ, ভারত, লাওস পিপলস ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক, দি রিপাবলিক অব কোরিয়া, শ্রীলংকা, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, ব্যাংককে মিলিত হয়ে একটি পণ্য তালিকার ওপর পারস্পরিক ট্যারিফ হ্রাসের জন্য ঐকমত্য প্রকাশ করে। এর ফলশ্রুতিতে এসকাপভুক্ত উন্নয়নশীল সদস্য দেশগুলির মধ্যে ট্রেড নেগোসিয়েশন বিষয়ে প্রথম এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষরিত হয় এবং এটাই ব্যাংকক এগ্রিমেন্ট নামে পরিচিত। এগ্রিমেন্টটি সাত সদস্যের মধ্যে পাঁচ সদস্য দেশ কর্তৃক (ফিলিপাইন ও থাইল্যান্ড ব্যতীত) স্বাক্ষরিত হয়। চীন ২০০২ সালে এই চুক্তিতে প্রবেশ করে। ব্যাংকক এগ্রিমেন্টে চীন অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়, এ চুক্তির পরিধি ও সদস্য সংখ্যা আরো বাড়ানোর পদক্ষেপ নেয়া হয়। ফলশ্রুতিতে চুক্তিটি সংশোধন করা হয় এবং এর নামকরণ করা হয় এশিয়া পেসিফিক ট্রেড এগ্রিমেন্ট (এপিটিএ)।

সদস্য দেশসমূহ ইতোমধ্যে তিন রাউন্ড নোগিসিয়েশন সমাপ্ত করেছে। প্রথম রাউন্ড ১৯৮০ সালে এবং দ্বিতীয় রাউন্ড ১৯৯০ সালে সমাপ্ত হয়। তৃতীয় রাউন্ড ২০০১ সালে শুরু হয় এবং সমাপ্ত হয় ২০০৪ সালে। প্রথম মিনিস্টেরিয়েল মিটিং আগামী ২০০৬ সালের দ্বিতীয়ার্ধে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। উক্ত সভায় সদস্য দেশের বাণিজ্য মন্ত্রিগণ এ আঞ্চলিক গ্রুপের নতুন নাম ঘোষণা করবেন। উক্ত সভায় বাণিজ্য মন্ত্রিগণ সংশোধিত চুক্তি ও ট্যারিফ কনসেশন এবং রুলস অব অরিজিন সমন্বিত তালিকা স্বাক্ষর করবেন।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) ও বাংলাদেশ

১৯৯৫ সালে ১ জানুয়ারি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (World Trade Organization) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রেক্ষিতে তীব্র প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাণিজ্যে বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশের স্বার্থ সংরক্ষণে বাংলাদেশ সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে। একই সাথে বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক এবং আঞ্চলিক বাণিজ্যের ওপরও সমভাবে গুরুত্বারোপ করছে।

বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশসমূহের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ফোরামে শুল্ক ও কোটা মুক্ত বাজার সুবিধা প্রাপ্তি; স্বল্প দক্ষ শ্রমিকের জন্য বহির্বিশ্বে কর্মসংস্থান; বিশ্ব বাণিজ্যে স্বল্পোন্নত দেশের মার্কেট শেয়ার বৃদ্ধি; স্বল্পোন্নত দেশসমূহের অনুকূলে প্রকৃত ও অর্থবহ কারিগরি সহায়তা প্রদান; স্বল্পোন্নত দেশের রপ্তানি পণ্যের ওপর এন্টি-ডম্পিং, কাউন্টার ভেইলিং এবং সেফগার্ড মেজার্স আরোপ না করা; স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য প্রদত্ত স্পেশাল এন্ড ডিফারেন্সিয়াল সুবিধাসমূহ (এস এন্ড ডি) বাস্তবায়ন; প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষিদের জন্য ডমেস্টিক সাপোর্ট অব্যাহত রাখা, কৃষি পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বাজারজাতকরণের ব্যয় হ্রাসের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ পরিবহনে ভতুর্কি প্রদান, এবং বিশ্বব্যাপী পণ্যের শুল্ক-হ্রাসের কারণে উন্নত দেশের বাজারে স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে প্রদত্ত প্রেফারেনশিয়াল শুল্ক সুবিধা ক্রমান্বয়ে সংকুচিত হওয়ার প্রেক্ষাপটে Trade Remedial Measures and Compensatory Mechanism-এর দাবী জানিয়ে আসছে।

সেপ্টেম্বর, ২০০৩-এ মেক্সিকোর কানকুন-এ অনুষ্ঠিত ডব্লিউটিও'র পঞ্চম মিনিস্টিরিয়েল সম্মেলন ভেঙ্গে যাওয়ার পর বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় যে অচলাবস্থা সৃষ্ট হয় তা নিরসনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ডব্লিউটিও'র অন্যান্য সদস্যদের সাথে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। এর ফলশ্রুতিতে, ডব্লিউটিও'র জেনারেল কাউন্সিল কর্তৃক ১ আগস্ট, ২০০৪-এ একটি ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট প্রণীত হয় যা আগামী ডিসেম্বর, ২০০৫, হংকং-এ অনুষ্ঠেয় ষষ্ঠ ডব্লিউটিও মিনিস্টেরিয়াল কনফারেন্সে নেগোসিয়েশনের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হবে। আসন্ন ষষ্ঠ হংকং মিনিস্টেরিয়াল কনফারেন্স-কে সামনে রেখে ২-৪ মার্চ,২০০৫ কেনিয়ার মোম্বাসায় অনুষ্ঠিত ডব্লিউটিও মিনি-মিনিস্টেরিয়াল-এ বাংলাদেশের ভূমিকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নেগোসিয়েশনে প্রশংসিত হয়।

ডব্লিউটিও নেগোসিয়েশনে বাংলাদেশের সক্রিয় ও জোরালো ভুমিকার ফলে উপরোক্ত ফ্রেমওয়ার্কে স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে কৃষি এবং অকৃষি পণ্যের উপর শুল্ক-হ্রাসের প্রতিশ্রুতি থেকে অব্যাহতি দেয়া এবং প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকের জন্য ডমেস্টিক সাপোর্ট অব্যাহত রাখার বিধান রাখা হয়। এছাড়া, এতে বাংলাদেশসহ স্বল্পেন্নত দেশসমূহকে শুল্ক ও কোটা মুক্ত বাণিজ্য সুবিধা প্রদান, স্বল্প দক্ষ শ্রমের যাতায়াতের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হয়। এছাড়া, ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন (Trade Facilitation)-এর ক্ষেত্রে স্বল্পেন্নত দেশকে নিজ দেশের ক্ষমতার বাইরে কমিটমেন্ট না করা এবং ট্রেড ফ্যাসিলিটেশনের জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা ও সাহায্য প্রদানের বিষয়টিও ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্টে উল্লিখিত হয়েছে। আগামী ডিসেম্বর, ২০০৫-এ

অনুষ্ঠেয় হংকং মিনিস্টেরিয়াল কনফারেন্স-এ উল্লিখিত বিষয়সমূহে অর্থবহ ও কার্যকরী প্রতিশ্রুতি লাভের জন্য বাংলাদেশ ইতোমধ্যে প্রায় সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে।

বৈদেশিক বাণিজ্য পরিস্থিতি

রপ্তানি পরিস্থিতি ও রপ্তানি পণ্য শ্রেণীর গঠন

২০০৩-০৪ অর্থ বছরে বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ৭৬০২.৯৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ২০০২-০৩ অর্থবছরের মোট রপ্তানি আয় ৬৫৪৮.৪৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অপেক্ষা ১৬.১০ শতাংশ বেশী। ২০০৪-০৫ অর্থ বছরের প্রথম নয় মাসে (জুলাই'০৪-মার্চ'০৫) রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬০৯৭.১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী অর্থ বছরের (২০০৩-০৪) একই সময়ের রপ্তানি আয় ৫৪২০.৯৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ১২.৪৭ শতাংশ বেশী।

প্রধান প্রধান পণ্যভিত্তিক রপ্তানি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, পূর্ববর্তী অর্থবছরের এই সময়ের তুলনায় তৈরী পোষাক (৩.৭৭%), নিট পোষাক (৩৮.১২%), কৃষিজাত পণ্য (১৩১.৩০%), সার ও রাসায়নিক দ্রব্য (৪৩.৮৮%), চা (৩.১১%), চামড়া (৭.৭৯%), সিরামিক সামগ্রী (১৬.০২%), জুতা (৩১.০৭%) এবং প্রকৌশল দ্রব্যাদি (৮৩.৪৮%) বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে হিমায়িত খাদ্য (৩৯.০৬%), কাঁচাপাট (২.৮০%), পাটজাতপণ্য (৩.০৩%) এবং প্রেট্রোলিয়াম উপজাত (২.০২%) খাতে রপ্তানি আয় হ্রাস পেয়েছে। সারণি ৬.৪-এ পণ্যের শ্রেণীভিত্তিক রপ্তানি প্রবৃদ্ধি উল্লেখ করা হ'ল।

সারণি ৬.৪ঃ রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ও রপ্তানি পণ্য শ্রেণীর গঠন

	মোট রপ্তানি (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)				মোট রপ্তানির অংশ			প্রবৃদ্ধি		
পণ্য গ্রুপ	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৩-৪৩ (জুলাই-মার্চ)	২০০৪-০৫ (জুলাই-মার্চ)	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫ (জুলাই-মার্চ)	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫ (জুলাই-মার্চ)
১। প্রাথমিক পণ্য	**৪৬২.৫৯**	**৫৫৩.৩৬**	**৩৮১.৩৮**	**৩১০.১৩**	**৭.০৬**	**৭.২৮**	**৫.০৯**	**১৫.৫২**	**১৯.৬২**	(১৮.৫৮)
তন্মধ্যেঃ										
ক) হিমায়িত খাদ্য	৩২১.৮১	৩৯০.২৫	২৭৩.৬১	১৬৬.৭৪	৪.৯১	৫.১৩	২.৭৪	১৬.৫৫	২১.২৭	(৩৯.০৬)
খ) চা	১৫.৪৭	১৫.৮১	১৪.১৪	১৪.৫৮	০.২৪	০.২১	০.২৪	(১০.৯৯)	২.২০	৩.১১
গ) কৃষিজাত পণ্য	২৫.৪৫	৪১.১১	২৪.৩১	৫৬.২৩	০.৩৯	০.৫৪	০.৯২	১২.৯৬	৬১.৫৩	১৩১.৩০
ঘ) কাঁচা পাট	৮২.৪৬	৭৯.৭০	৫২.০৮	৫০.৬২	১.২৬	১.০৫	০.৮৩	৩৪.৮৯	(৩.৩৫)	(২.৮০)
ঙ) অন্যান্য	১৭.৪০	২৬.৪৯	১৭.২৪	২১.৯৬	০.২৬	০.৩৫	০.৩৬	৩৭.২২	৫২.২৪	২৭.৩৮
২। শিল্পজাত পণ্য	**৬০৮৫.৮৫**	**৭০৪৯.৬৩**	**৫০৩৯.৫৫**	**৫৭৮৬.৯৯**	**৯২.৯৪**	**৯২.৭২**	**৯৪.৯১**	**৮.৭৬**	**১৫.৮৪**	১৪.৮৩
তন্মধ্যেঃ										
ক) তৈরী পোষাক	৩২৫৮.২৭	৩৫৩৮.০৭	২৫৭৯.৬৯	২৬৭৬.৮৪	৪৯.৭৬	৪৬.৫৪	৪৩.৯০	৮.২৮	৮.৫৯	৩.৭৭
খ) নীটওয়্যার	১৬৫৩.৮৩	২১৪৮.০২	১৪৮৫.১৫	২০৫১.৩০	২৫.২৬	২৮.২৫	৩৩.৬৪	১৩.৩৪	২৯.৮৮	৩৮.১২
গ) চামড়া	১৯১.২৩	২১১.৪১	১৪৭.১৬	১৫৮.৬২	২.৯২	২.৭৮	২.৬০	(৭.৭৭)	১০.৫৫	৭.৭৯
ঘ) পাটজাত পণ্য	২৫৭.১৮	২৪৬.৪৫	১৮৬.১৮	১৮০.৫৩	৩.৩৯	৩.২৪	২.৯৬	৫.৬১	(৪.১৭)	(৩.০৩)
ঙ) সার ও রাসায়নিক দ্রব্য	১০০.৪৯	১২১.৪৬	৮৪.১২	১২১.০৩	১.৫৩	১.৬০	১.৯৯	৫০.৯৫	২০.৮৭	৪৩.৮৮
চ) জুতা	৪৬.৬০	৬৮.৩০	৪৮.০৫	৬২.৯৮	০.৭১	০.৯০	১.০৩	(৩.৯০)	৪৬.৫৭	৩১.০৭
ছ) সিরামিক সমামগ্রী	১৮.৮২	২৪.০৭	১৮.২৯	২১.২২	০.২৯	০.৩২	০.৩৫	৭.৫৪	২৭.৯০	১৬.০২
জ) প্রকৌশল দ্রব্যাদি	১২.৯১	৪১.৮৭	৩১.০০	৫৬.৮৮	০.১৯	০.৫৫	০.৯৩	৮৪২.৩৪	২২৪.৩২	৮৩.৪৮
ঝ) পেট্রোলিয়াম উপজাত	৩১.২৩	৩৭.০২	২১.২৬	২০.৮৩	০.৪৮	০.৪৯	০.৩৪	২১৫.৪৫	১৮.৫৪	(২.০২)
ঞ) হস্তশিল্পজাত দ্রব্য	৫.৯৫	৪.২০	২.৪৮	৩.৫২	০.০৯	০.০৬	০.০৬	(২.৭৮)	(২৯.৪১)	৪১.৯৪
ট) অন্যান্য	৫০৯.৩৪	৬০৮.৭৬	৪৩৬.১৭	৪৩৩.২৪	৭.৭৮	৮.০০	৭.১১	২৩.৮৪	১৯.৫২	(০.৬৭)
মোট রপ্তানি	**৬৫৪৮.৪৪**	**৭৬০২.৯৯**	**৫৪২০.৯৩**	**৬০৯৭.১২**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**৯.৩৯**	**১৬.১০**	**১২.৪৭**

উৎসঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

* বন্ধনীর মধ্যে সংখ্যা ঋণাত্মক।

দেশভিত্তিক রপ্তানি

রপ্তানি কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদের রপ্তানি পণ্যের অন্যতম বৃহৎ গন্তব্যস্থল। সারণি ৬.৫ থেকে দেখা যায় যে, অন্যান্য বছরের মত ২০০৪-০৫ অর্থ বছরের জুলাই-মার্চ পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশী পণ্যের প্রধান আমদানিকারক দেশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র তালিকায় শীর্ষে রয়েছে। আলোচ্য সময়কালে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হয়েছে ১৬৮৭.৮৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য যা দেশের মোট রপ্তানির ২৭.৬৮ শতাংশ। যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানিকৃত প্রধান পণ্য হ'ল- হিমায়িত চিংড়ি, হোম টেক্সটাইল, নীটওয়ার, ওভেন পোশাক ইত্যাদি। ২০০৪-০৫ অর্থ বছরের জুলাই-মার্চ পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশের মোট রপ্তানিকৃত ওভেন পোশাকের ৪৩.৩৮ শতাংশ, নীটওয়ার দ্রব্যাদির ১৪.৯৫ শতাংশ এবং হিমায়িত চিংড়ি ৪২.৪৮ শতাংশ, যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হয়েছে । সারণি ৬.৫ এ দেশভিত্তিক রপ্তানি আয়ের চিত্র উপস্থাপন করা হ'ল।

সারণি ৬.৫: দেশভিত্তিক রপ্তানি আয়

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থ বছর	যুক্তরাষ্ট্র	জার্মানি	যুক্তরাজ্য	ফ্রান্স	বেলজিয়াম	ইতালি	নেদারল্যান্ড	কানাডা	জাপান	অন্যান্য	মোট
১৯৯৯-০০	২২৭৩.৭৬	৬৫৮.৭১	৪৯৯.৯৯	৩৬৭.৩৭	২২৫.৮৯	২৪৮.২৮	২৮২.৭৭	১১০.৬৩	৯৭.৬৪	৯৮৭.১৬	৫৭৫২.২০
২০০০-০১	২৫০০.৪২	৭৮৯.৮৮	৫৯৪.১৮	৩৬৫.৯৯	২৫৩.৯১	২৯৫.৭৩	৩২৭.৯৬	১২৫.৬৬	১০৭.৫৮	১১০৫.৯৯	৬৪৬৭.৩০
২০০১-০২	২২১৮.৭৯	৬৮১.৪৪	৬৪৭.৯৬	৪১৩.৬৯	২১১.৩৯	২৬২.৩১	২৮৩.৩৬	১০৯.৮৫	৯৬.১৩	১০৬১.১৭	৫৯৮৬.০৯
২০০২-০৩	২১৫৫.৪৫	৮২০.৭২	৭৭৮.২৫	৪১৮.৫১	২৮৯.৪৮	২৫৮.৯৯	২৭৭.৯৫	১৭০.২৬	১০৮.০৩	১২৭০.৮০	৬৫৪৮.৪৪
২০০৩-০৪	১৯৬৬.৫৮	১২৯৮.৫৪	৮৯৮.২১	৫৫২.৯৬	৩২৬.৯৫	৩১৫.৯৩	২৯০.৪৪	২৮৪.৩৩	১১৮.১৬	১৫৫০.৮৯	৭৬০২.৯৯
২০০৪-০৫ (জুলাই-মার্চ)	১৬৮৭.৮৩	১০২৪.১৪	৬৬৫.২০	৪৪০.৪৪	২০০.৪০	২৭০.১৫	২২৩.২২	২৫১.৪১	৮৪.৯৫	১২৪৯.৩৮	৬০৯৭.১২

উৎস: রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো।

২০০৪-০৫ অর্থ বছরের জুলাই-মার্চ সময়ে মোট রপ্তানি আয়ের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৬.৮০ শতাংশ এসেছে জার্মানি থেকে এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছে যুক্তরাজ্য (১০.৯১ শতাংশ)।

আমদানি পরিস্থিতি ও আমদানিকৃত পণ্যের শ্রেনীবিন্যাস

২০০২-০৩ এবং ২০০৩-০৪ অর্থবছরে মোট আমদানি ব্যয় (সিআইএফ) ছিল যথাক্রমে ৯৬৫৮ ও ১০৯০৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থাৎ ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে আমদানি প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১২.৯ শতাংশ। আমদানিকৃত পণ্যের শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী দেখা যায় ২০০৩-০৪ অর্থবছরে তুলা (৪৮.৪%), গম (৪৫.০%), ভোজ্য তেল (২৯.৪%), পেট্রোলিয়াম শিল্পসামগ্রী (২৪.২%), সুতা (১৯.৬%), তৈলবীজ (১৪.১%) ও মূলধনী দ্রব্য (৫.১%) ইত্যাদি খাতে আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি মোট আমদানি ব্যয় বৃদ্ধিতে মুখ্য ভূমিকা রাখে। ২০০৪-০৫ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই'০৪-ফেব্রুয়ারি'০৫) সাময়িক হিসাবে মোট আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮২৯৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়কালের আমদানি ব্যয় ৬৬৩১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় ২৫.০৮ শতাংশ বেশি। ২০০১-০২ অর্থবছর হতে পণ্য-ভিত্তিক আমদানি পরিস্থিতি সারণি ৬.৬-এ তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি ৬.৬ঃ আমদানি প্রবৃদ্ধি ও আমদানির শ্রেণীবিন্যাস

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

দ্রব্যসমূহ	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫* (জুলাই-ফেব্রুয়ারি)
ক) প্রধান প্রাথমিক পণ্যসমূহঃ	**৮১২**	**১১৩৩**	**১৩৩৯**	**১০৭৭**
চাল	১৫	২১১	১৪৪	১৫৭
গম	১৭১	১৯৮	২৮৭	২৩৩
তৈল বীজ	৭২	৬৪	৭৩	৬০
অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম	২৪২	২৬৭	২৫২	২০৮
তূলা	৩১২	৩৯৩	৫৮৩	৪১৯
খ) প্রধান শিল্পজাত পণ্যসমূহঃ	**১৩১১**	**১৫৪৮**	**১৯১০**	**১৭২৩**
ভোজ্য তৈল	২৫১	৩৬৪	৪৭১	৩১৪
পেট্রোলিয়াম শিল্প সামগ্রী	৪৮১	৬২০	৭৭০	৭২৩
সার	১০৭	১০৯	১৫০	২৭৬
ক্লিংকার	১৫০	১৪৪	১৩৯	১০১
ষ্টেপল ফাইবার	৩৯	৪১	৫৭	৫০
সূতা	২৮৩	২৭০	৩২৩	২৫৯
গ) মূলধনী দ্রব্যসমূহ	**২৬১৭**	**২৭৩৫**	**২৮৭৫**	**১৭৭১**
ঘ) অন্যান্য পণ্য (ইপিজেডসহ)	**৩৮০০**	**৪২৪২**	**৪৭৭৯**	**৩৭২৩**
সর্বমোট	**৮৫৪০**	**৯৬৫৮**	**১০৯০৩**	**৮২৯৪**
শতকরা পরিবর্তন (%)	-৮.৫	১৩.১	১২.৯	২৫.০৮**

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

* সাময়িক

** শতকরা পরিবর্তন পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায়।

উৎসভিত্তিক আমদানি ব্যয়

উৎসভিত্তিক আমদানি পণ্যের পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এক্ষেত্রে ভারতের অবস্থান প্রথম। ২০০৩-০৪ অর্থ বছরের মোট আমদানি ব্যয়ের ১৪.৬৯ শতাংশ ভারত থেকে আমদানি করা হয়। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে চীন (মোট আমদানির ১০.৯৯%) এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছে সিংগাপুর (৮.৩৬%)। চলতি অর্থ বছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই'০৪-ফেব্রুয়ারি'০৫) মোট আমদানির ১৫.১৪ শতাংশ ভারত থেকে, ১২.৯৬ শতাংশ চীন থেকে এবং ৭.২১ শতাংশ সিংগাপুর থেকে নির্বাহ করা হয়। সারণি ৬.৭ এ উৎসভিত্তিক আমদানি ব্যয় দেখানো হ'ল।

সারণি ৬.৭: উৎসভিত্তিক আমদানি ব্যয়

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থ বছর	ভারত	চীন	সিংগাপুর	জাপান	হংকং	তাইওয়ান	দঃ কোরিয়া	যুক্তরাষ্ট্র	মালয়েশিয়া	অন্যান্য	মোট
১৯৯৯-০০	৮৩৩	৫৬৮	৭০১	৬৮৫	৪৫৫	৩৮৬	৩১৯	৩২৫	১০৮	৩৯৯৪	৮৩৭৪
২০০০-০১	১১৮৪	৭০৯	৮২৪	৮৪৬	৪৭৮	৪১২	৪১১	২৪৮	১৪৮	৪০৭৫	৯৩৩৫
২০০০-০২	১০১৯	৮৭৮	৮৭১	৬৫৫	৪৪১	৩১২	৩৪৬	২৬১	১৪৫	৩৬১২	৮৫৪০
২০০২-০৩	১৩৫৮	৯৩৮	১০০০	৬০৫	৪৩৩	৩২৮	৩৩৩	২২৩	১৬৯	৪২৭১	৯৬৫৮
২০০৩-০৪	১৬০২	১১৯৮	৯১১	৫৫২	৪৩৩	৩৭৭	৪২০	২২৬	২৫৫	৪৯২৯	১০৯০৩
২০০৪-০৫ (জুলাই-ফেব্রু:)*	১২৫৬	১০৭৫	৫৯৮	৩৬৩	৩৪৮	২৯০	২৭৪	২০৩	১৮৪	৩৭০৩	৮২৯৪

উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

* সাময়িক

বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার

বাংলাদেশ নব্বই'র দশকের শুরু থেকেই নমনীয় মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থা অনুসরণ করে আসছে। ইতোপূর্বে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারকে প্রতিযোগিতামূলক পর্যায়ে রাখার জন্য অন্যান্য দেশের মুদ্রাস্ফীতির হার, মুদ্রার বিনিময় হারের গতিবিধি এবং বাণিজ্যে অংশীদারিত্ব বিবেচনায় রেখে টাকার বিনিময় হার পরিবর্তন করা হত। বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থাপনায়

সরকার যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ৩১ মে ২০০৩ থেকে সরকার বাজার ভিত্তিক ভাসমান বিনিময় হার ব্যবস্থা চালু করেছে। ভাসমান মুদ্রা বিনিময় হার চালুর পর অর্থনীতিতে কোন অস্থিতিশীলতা দেখা দেয়নি।

২০০৩ সালের শেষ হতে এপ্রিল ২০০৪ পর্যন্ত মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান কিছুটা দুর্বল পরিলক্ষিত হলেও এর পরবর্তী সময় থেকে আগষ্ট ২০০৪ পর্যন্ত টাকার মূল্য অনেকটা স্থিতিশীল হয় এবং আগষ্ট ২০০৪ হতে মার্চ ২০০৫ পর্যন্ত টাকার বিপরীতে মার্কিন ডলারের মূল্যে কিছুটা তেজিভাব পরিলক্ষিত হয়। মূলতঃ বেসরকারি খাতের দ্রুত উন্নয়ন ও ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি; ভয়াবহ বন্যার কারণে মূলধনী যন্ত্রপাতির ও প্রাথমিক পণ্যের আমদানি বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য বৃদ্ধির কারণে টাকার বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারে উদ্ভূত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। তবে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক সার্বক্ষণিক তদারকি ও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা বিক্রয়ের ফলে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে বর্তমানে এ হার অনেকটা স্থিতিশীল রয়েছে। ৩০ জুন, ২০০৪ তারিখে অফিসিয়াল আন্তঃব্যাংক মুদ্রা বিনিময় বাজারে মার্কিন ডলারের সাথে টাকার বিনিময় হার ৫৯.৩০ টাকা এবং ৬১.৫০ টাকার মধ্যে স্থিতিশীল ছিল। তবে, খোলা বাজারে এ বিনিময় হার আন্তঃব্যাংক বাজারের চেয়ে সামান্য বেশি থাকলেও মোটামুটিভাবে তা স্থিতিশীল ছিল। ৩০ জুন, ২০০৪ তারিখে এ বাজারে বিনিময় হার ৬১.০০ এবং ৬১.২০ টাকার মধ্যে উঠানামা করে। সারণি ৬.৮-এ বিগত কয়েক বছরে ১ মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার গড় বিনিময় হার দেখানো হ'ল।

সারণি ৬.৮ঃ ১ মার্কিন ডলারের সংগে টাকার গড় বিনিময় হার

অর্থবছর	১৯৯৬-৯৭	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯	১৯৯৯-০০	২০০০-০১	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫ (জুলাই-এপ্রিল)
গড় বিনিময় হার	৪২.৭০	৪৫.৪৬	৪৮.০৬	৫০.৩১	৫৩.৯৬	৫৭.৪৩	৫৭.৯০	৫৮.৯৪	৬০.৯৪

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি

রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধি এবং প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধির ফলে বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতির পরিমাণ ৩০ জুন ২০০৪-এ ২৭০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায় যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের ২৪৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় শতকরা ৯.৫১ শতাংশ বেশি। ১৮ মে, ২০০৫ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি দাঁড়ায় ২৯৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। জুন ১৯৯৪ থেকে ১৮ মে, ২০০৫ পর্যন্ত বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের স্থিতির পরিসংখ্যান ও গতিধারা যথাক্রমে সারণি ৬.৯ এবং লেখচিত্র ৬.১-এ দেখানো হ'ল।

সারণি ৬.৯: বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি
৩০.০৬.১৯৯৪	২৭৬৫
৩০.০৬.১৯৯৫	৩০৭০
৩০.০৬.১৯৯৬	২০৩৯
৩০.০৬.১৯৯৭	১৭১৯
৩০.০৬.১৯৯৮	১৭৩৯
৩০.০৬.১৯৯৯	১৫২৩
৩০.০৬.২০০০	১৬০২
৩০.০৬.২০০১	১৩০৭
৩০.০৬.২০০২	১৫৮৩
৩০.০৬.২০০৩	২৪৭০
৩০.০৬.২০০৪	২৭০৫
১৮.০৫.২০০৫	২৯৭৫

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

লেখচিত্র ৬.১:বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি

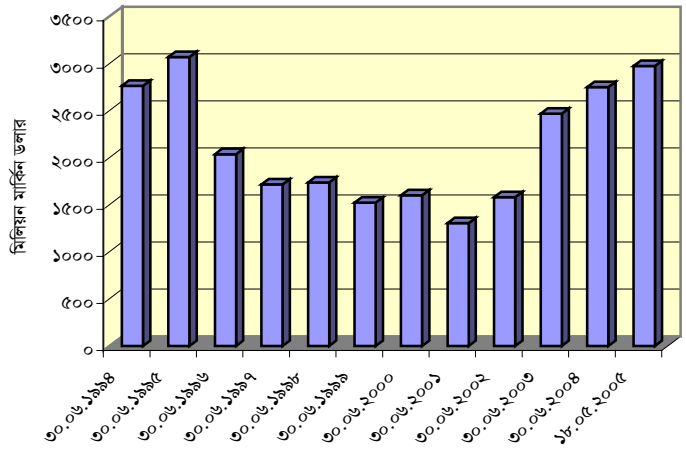

বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য

২০০৪-০৫ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়কালে দেশের বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২১১৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যেখানে পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে এ ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১২৩৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। আলোচ্য সময়ে চলতি হিসাবে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২৬৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যেখানে পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে এর উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল ৪৭৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলতি হস্তান্তর প্রবাহ পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে তুলনায় শতকরা ১২.৭ ভাগ বেশি হওয়া সত্ত্বেও বাণিজ্য হিসাবে শতকরা ৭১.৩ ভাগ এবং সেবা খাতে শতকরা ৩৯.৯ ভাগ ঘাটতি বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে চলতি হিসাবে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। ২০০৪-০৫ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়ে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে উদ্বৃত্ত দাঁড়ায় ৩২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যেখানে পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে এ উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল ২৪৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। রপ্তানি আয় এবং রেমিটেন্স বৃদ্ধির বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে চলতি অর্থবছরের শেষ নাগাদ সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য পরিস্থিতির আরও উন্নতি হবে বলে আশা করা যায়। ২০০১-০২ অর্থবছর থেকে ২০০৪-০৫ অর্থ বছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়কাল পর্যন্ত দেশের সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য পরিস্থিতি সারণি ৬.১০-এ এবং আলোচ্য সময়ের বাণিজ্য ভারসাম্য ও চলতি হিসাবে ভারসাম্য লেখচিত্র ৬.২-এ দেখানো হ'ল।

লেখচিত্র ৬.২: বাণিজ্য ভারসাম্য ও চলতি হিসাবে ভারসাম্য

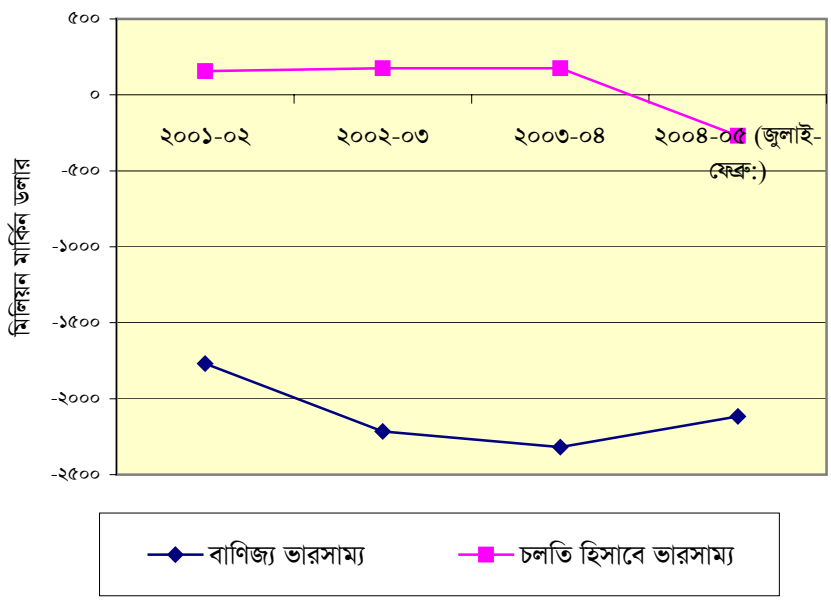

সারণি ৬.১০: বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

খাতসমূহ	২০০১-০২	২০০২--০৩	২০০৩-০৪	২০০৩-০৪ (জুলাই- ফেব্রুয়ারি)	২০০৪-০৫* (জুলাই-ফেব্রুয়ারি)
বাণিজ্য ভারসাম্য	**-১৭৬৮**	**-২২১৫**	**-২৩১৯**	**-১২৩৬**	**-২১১৭**
রপ্তানি, এফওবি (ইপিজেডসহ)	৫৯২৯	৬৪৯২	৭৫২১	৪৭৪৮	৫৩৭৯
আমদানি, সিআইএফ (ইপিজেডসহ)	-৭৬৯৭	-৮৭০৭	-৯৮৪০	-৫৯৮৪	-৭৪৯৬
সেবা	**-৪৯৯**	**-৬৯১**	**-৮৭৪**	**-৪৫৬**	**-৬৩৮**
গ্রহণ	৮৬৫	৮৮৭	৯২৪	৬৬৮	৭০৫
প্রদান	-১৩৬৪	-১৫৭৮	-১৭৯৮	-১১২৪	-১৩৪৩
আয়	**-৪০২**	**-৩৫৮**	**-৩৭৪**	**-২৫৩**	**-২৩৮**
গ্রহণ	৫০	৬৪	৬৩	৩৮	৮৫
প্রদান	-৪৫২	-৪২২	-৪৩৭	-২৯১	-৩২৩
চলতি স্থানান্তর	**২৮২৬**	**৩৪৪০**	**৩৭৪৩**	**২৪১৮**	**২৭২৫**
সরকারি	৬৯	৮২	৬১	১১	৩৪
বেসরকারি	২৭৫৭	৩৩৫৮	৩৬৮২	২৪০৭	২৬৯১
তন্মধ্যেঃ বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থ	২৫০১	৩০৬২	৩৩৭২	২১৯১	২৪২২
চলতি হিসাবের ভারসাম্য	**১৫৭**	**১৭৬**	**১৭৬**	**৪৭৩**	**-২৬৮**
মূলধনী হিসাব	**৪১০**	**৪২৮**	**১৯৬**	**৭৪**	**১২৮**
মূলধনী হস্তান্তর	৪১০	৪২৮	১৯৬	৭৪	১২৮
আর্থিক হিসাব	**৩৯১**	**৪১৩**	**৭৮**	**-৯২**	**৭৪৯**
(১)সরাসরি বিনিয়োগ ১/ (নীট)	৩৯১	৩৭৬	৩৮৫	২৫৭	২৭৩
(২)পোর্টফলিও বিনিয়োগ	-৬	২	৬	১	০
(৩)অন্যান্য বিনিয়োগ	৬	৩৫	-৩১৩	-৩৫০	৪৭৬
মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ (এমএলটি)	৭৩৩	৯১৮	৫৪৪	২৮৮	৬৮২
এমএলটি এমোরটাইজেশন পেমেন্ট	-৪৩৫	-৪৫২	-৩৯৭	-২৪৫	-৩১২
অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদী ঋণ (নীট)	-৪২	-২০	-৪১	-৬৩	-৪৮
অন্যান্য স্বল্পমেয়াদী ঋণ (নীট)	৬৩	১৪২	১৩	-১	২৯৮
অন্যান্য পরিসম্পৎ	-৮৭	-১২৫	-১২৫	-৮৪	-১০২
বাণিজ্য ঋণ (নীট)	-২৫৩	-৪৯৯	-৩২১	-২৫৫	৭৯
বাণিজ্যিক ব্যাংক	২৭	৭১	১৪	১০	-১২১
পরিসম্পৎ	-৯০	২১৭	৮৬	৩২	-৮৮
দায়	১১৭	-১৪৬	-৭২	-২২	-৩৩
ভুল -ভ্রান্তি	**-৫৫০**	**-২০২**	**-২৭৯**	**-২০৮**	**-২৮৪**
সার্বিক ভারসাম্য	**৪০৮**	**৮১৫**	**১৭১**	**২৪৭**	**৩২৫**
সংরক্ষিত পরিসম্পৎ	**-৪০৮**	**-৮১৫**	**-১৭১**	**-২৪৭**	**-৩২৫**
বাংলাদেশ ব্যাংক	-৪০৮	-৮১৫	-১৭১	-২৪৭	-৩২৫
পরিসম্পৎ	-২৭৬	-৮৮৭	-২৩৫	-১৯১	-৪৭৪
দায়	-১৩২	৭২	৬৪	৪৪	১৪৯

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

* সাময়িক।

১/ সরাসরি বিনিয়োগের উপাত্ত এন্টারপ্রাইজ সার্ভের ভিত্তিতে।